বাংলাদেশ: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুশব্যাক বন্ধ করুন, মারধরের তদন্ত করুন

মিয়ানমারে নৃশংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মারধর ও জোরপূর্বক ফেরত পাঠায় বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ

(কক্সবাজার, এপ্রিল ২৬, ২০২৪)-বাংলাদেশ সরকারের উচিত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে যুদ্ধ ও চলমান গণহত্যা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মারধর এবং জোরপূর্বক মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর সাথে জড়িত বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের তদন্ত করা এবং তাদের জবাবদিহি করা, ফর্টিফাই রাইট্স আজকে বলেছেন। ফর্টিফাই রাইট্স-এর নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাহিনী ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ছয়টি ঘটনায় ৩০০ জনেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে পিটিয়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য দায়ী।

"মিয়ানমারে চলমান সহিংসতা সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ তার সীমান্তে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঠেলে দিচ্ছে, এবং এর কর্মকর্তারা মিয়ানমারে নৃশংসতা থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের মারধরের জন্য দায়ী," বলেছেন ফর্টিফাই রাইট্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যামি স্মিথ। "বাংলাদেশ ২০১৭ সালে ৭০০,০০০ শরণার্থীকে যথাযথভাবে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশের উচিত চলমান গণহত্যা এবং অন্যান্য নৃশংসতা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের রক্ষা করা এবং শরণার্থীদের অধিকার লঙ্ঘনের জন্য সীমান্তরক্ষীদের জবাবদিহি করা উচিত।"

ফেব্রুয়ারী এবং এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে, ফর্টিফাই রাইট্স মংডু টাউনশিপ থেকে নয়জন রোহিঙ্গার সাক্ষাৎকার নিয়েছে যারা রাখাইন রাজ্যে চলমান যুদ্ধ এবং গণহত্যা থেকে পালিয়ে এসেছিল এবং বিজিবি বাহিনী তাদেরকে মিয়ানমারে জোরপূর্বক ফেরত পাঠায়। ফর্টিফাই রাইট্স বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশের টেকনাফে একজন বাংলাদেশ নৌ কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছে। সাক্ষাত্কারে নেওয়া নয়জন রোহিঙ্গার মধ্যে ছয়জন বর্ণনা করেছেন যে বিজিবি কর্মকর্তারা, আগে বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) নামে পরিচিত, কীভাবে তাদের মারধর করেছিল।

"আমাকে একবার বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল," মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একজন ২৮ বছর বয়সী রোহিঙ্গা ব্যক্তি যিনি মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং আরাকান আর্মি (AA)- রাখাইন রাজ্যে কর্মরত একটি জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীর মধ্যে লেইক ইয়া গ্রামে লড়াই থেকে পালিয়ে এসেছিলেন । "আমার দুই ছোট বোনকে মারধর করা হয়েছিল এবং আমার শ্যালককে মারধর করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে পাঁচজনকে মারধর করা হয়েছিল।"

অবিরত, তিনি বলেন:

> [বিজিবি] আমার পিঠে বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করে। আঘাত পেয়ে আমার পিঠ ফুলে গিয়েছিল। মার খাওয়ার পর আমার খারাপ লেগেছিল, কিন্তু আমাকে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে কারণ আমি বাংলাদেশে যেতে চেয়েছিলাম। তিনজন সীমান্তরক্ষী ছিল। আমাদের মারধরের সময় ভোর ৪টা বাজে।

ওই ব্যক্তি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে তিনি এবং তার পরিবার AA এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। যুদ্ধের সময় তার বাড়ি পুড়ে যায় এবং তার পাঁচ বছর বয়সী ভাতিজা সহ তার তিনজন আত্মীয় নিহত হয়। সে বলেছিল:

> আমি চারটি [মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর] হেলিকপ্টার দেখেছি। তারা গ্রামে গুলি চালাচ্ছিল। হেলিকপ্টার গুলি করার সময় যে বোমাগুলো নেমে আসে সেগুলো ছিল লাল ও সাদা রঙের; তারা আধা ঘন্টা ধরে গোলাগুলি করেছে। ... মিলিটারিরা পাহাড় থেকে আমাদের গ্রামের দিকে গুলি করেছে, আর AA আমাদের গ্রাম থেকে মিলিটারি ঘাঁটিতে গুলি করেছে। AA আমাদের গ্রাম ব্যবহার করছিল। AA আমাদের কখনই সরে যেতে বলেনি। [সামরিক] বন্দুক এবং গোলা উভয়ই ব্যবহার করেছে। গোলাগুলি সামরিক বাহিনীর মর্টার ফায়ার থেকে। আমি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কিছু লড়াই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ওই ব্যক্তি প্রায় ৬০ জন রোহিঙ্গার সঙ্গে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যান। ৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে, বিজিবি গ্রুপটিকে থামায়, গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্যকে মারধর করে এবং তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে দেয়।

"কঠিন যাত্রাপথে হাঁটতে হাঁটতে আমার সারা শরীরে কাদা লেগেছিল," লোকটি ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেছিল। "যখন তারা আমার পিঠে আঘাত করেছিল তখন আমার ছোট ছেলে আমার কুলে ছিল । আমার ছোট ছেলের বয়স পাঁচ বছর। সীমান্তরক্ষীরা আমাকে আঘাত করলে সে চিৎকার করে।

মংডু টাউনশিপের আরেকজন ৪১ বছর বয়সী রোহিঙ্গা একইভাবে ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪-এ বিজিবি দ্বারা মারধরের সম্মুখীন হয়েছিল, যখন সে এবং তার পরিবার এবং আরও কয়েক ডজন রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল:

> যারা প্রথমে সীমান্ত অতিক্রম করতে তাদের [বিজিবির] কাছে এসেছিল তাদেরকে মারধর করে। তারা আমাকেও দুইটি আঘাত করে। তারা আমাকে আঘাত করার সময় আমি আমার সন্তানকে ধরে ছিলাম। লাঠিটি [যেটি তারা ব্যবহার করত] প্রায় দুই হাত লম্বা ছিল। তারা আমার পিঠে আঘাত করে। ... যখন আমাকে মারধর করা হয়, তখন শিশুটি চিৎকার করতে থাকে। তারপর, তারা আমাকে আর মারধর করেনি।

মহিলার স্বামী মারধরের প্রত্যক্ষদর্শী, বলেছেন: "আমি দেখেছি আমার স্বামীকে বিডিআর [বর্তমানে বিজিবি নামে পরিচিত] দ্বারা মারধর করেছে যখন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি। তাকে দুইবার আঘাত করা হয়। ... আমি আমার স্বামী থেকে মাত্র দুই ফুট দূরে ছিলাম যখন তাকে মারধর করা হয়েছিল।"

কর্মকর্তাদের সম্মুখীন হওয়ার বর্ণনা দিয়ে, লোকটি বলেছেন:

> [বিজিবি অফিসারদের] ইউনিফর্ম কালো এবং বাদামী ছদ্মবেশী। তারা সীমান্তে ছোট ছোট ফাঁড়ি তৈরি করেছিল এবং সেখানে দু-তিনজন লোক থাকে। আমি আটটি ফাঁড়ি দেখলাম। সারা রাত

> সীমান্তে বিজিবি টহল দেয়। ...আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি। ...বিডিআর [বিজিবি] আমাদের বলল, "আপনারাএখানে আসছেন কেন? যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান।" সেখানে বিডিআর [বিজিবি] তিনজন সদস্য ছিল এবং তাদের হাতে বাঁশের লাঠি ছিল।

এই ঘটনা নিশ্চিত করে, লোকটির স্ত্রী বলেন, "[অফিসাররা] আমার স্বামীকে বলেছিল, 'আপনি এখানে এসে থাকতে পারবেন না। ফিরে যান. এটা আপনার দেশ নয়। আপনার দেশে ফিরে যান। আপনি এখানে প্রবেশ করতে পারবেন না।' সেখানে প্রায় আট থেকে দশজন বিজিবি সদস্য আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

বিজিবি দলটিকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর পর মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী নাফ নদীর বিলাশর্দিয়া দ্বীপে আটকে থাকার বিষয়েও ওই নারী ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেছিলেন:

> আমরা তিন-চার দিন কোনো খাবার ছাড়াই দ্বীপে থেকেছিলাম। ... আমরা প্রথম যেদিন সীমান্তে পৌঁছলাম সেদিনই বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল। আমরা যখন সীমান্তে ঢোকার চেষ্টা করি, তখন রক্ষীরা আমাদের বলে, "আপনারা এখানে আসতে পারবেন না। আপনারা মিয়ানমার থেকে এসেছেন; আপনারা যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান।"

মহিলাটি ফর্টিফাই রাইট্সকে আরও বলেছেন কেন তিনি এবং অন্যরা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন:

> যখন আমাদের গ্রামে AA এসেছে, তখন আমরা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে আসি। ... আমি অনেক AA সদস্য দেখেছি। ... তারা গুলি চালাতে শুরু করে [মিয়ানমার জান্তার দিকে অস্ত্র দিয়ে]। আমরা আমাদের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত থাকায় তাদের গণনা করতে পারিনি। আমরা তখন চিৎকার করছিলাম। আকাশ থেকে আর মাটির উপর থেকে গোলাগুলি হচ্ছিল এবং লোকেরা যেদিকে পারে পালানোর চেষ্টা করছিল।

লেখার সময় স্বামী-স্ত্রী মিয়ানমারে ছিলেন, বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেননি।

মংডু টাউনশিপের ২৫ বছর বয়সী আরেক রোহিঙ্গা নারী এবং চার সন্তানের জননী একইভাবে ফর্টিফাই রাইট্সকে জানান, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে বিজিবি তাকে জোর করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে। সে বলেছিল:

> আমরা সীমান্তরক্ষীদের [বাংলাদেশে] থাকার জন্য অনুরোধ করেছি। আমরা বললাম, "আপনি যা চাইবেন আমরা তাই দেব। দয়া করে আমাদের [বাংলাদেশে] ঢুকতে দিন। আমরা বাড়ি ফিরতে পারব না। আমাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বামীদের [AA দ্বারা] ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" তারা উত্তর দিল, "আপনারা এখানে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারবেন না।"

এপ্রিলে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তা পুশব্যাক নীতি নিশ্চিত করে ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেছিলেন, "কর্তৃপক্ষ কঠোরভাবে রোহিঙ্গাদের অনুমতি দেয় না। এ কারণে আমরা তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। রোহিঙ্গারা আমাদের জন্য বোঝা।"

ফেব্রুয়ারিতে, বিজিবি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী গণমাধ্যমে পুশব্যাক নিশ্চিত করে বলেছিলেন, "একটি নৌকায় করে দেশে প্রবেশের চেষ্টা করা প্রায় ৬৫ জন রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।"

ফর্টিফাই রাইট্স ছয়টি ঘটনার নথিভুক্ত করেছে যখন বিজিবি বাহিনী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত পাঠিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ফেব্রুয়ারী ৬ এবং ৭, ২০২৪, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি দুটি ঘটনা এবং ২০২৪ সালের ৬ এবং ২০-এ মার্চ। (ফর্টিফাই রাইট্স দ্বারা করা ডকুমেন্টেশন সবকিছুকে কভার করে না এবং একই সময় ফ্রেমে ঘটতে থাকা অন্যান্য পুশব্যাক ঘটনার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না)।

উদাহরণ স্বরূপ, একজন ২৮ বছর বয়সী রোহিঙ্গা ব্যক্তি এবং চার সন্তানের বাবা ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেছেন কিভাবে বিজিবি তাকে মারধর করে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে তাকে মিয়ানমারে ফেরত যেতে বাধ্য করে। সে বলেছিল:

> সীমান্তে বিডিআর [বিজিবি] এর কাছে যাওয়ার পর আমরা তাদের বলেছিলাম, "আমরা আমাদের গ্রামে থাকতে পারছি না; হেলিকপ্টার বোমা ফেলছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো আমাদের অপব্যবহার করছে। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।" তারা উত্তর দিল, "... আপনারা গতবার ইনফ্লাক্সে আসেননি কেন?" বিডিআর (বিজিবি) বলল, "আপনারা এখানে কিছুতেই আসতে পারবেন না। আপনারা যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। ফিরে যান এবং আপনাদের পোড়া বাড়িতে থাকুন। আপনারা যেখানে চান সেখানে ফিরে যান, কিন্তু আপনারা এখানে আসতে পারবেন না।"

বিজিবি কীভাবে তাকে মারধর করেছে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

> তাদের [বিজিবির] কালো রাবারের লাঠি দিয়ে আমাকে দুবার আঘাত করে। তারা হোস্ট কমিউনিটির লোক [যিনি আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে সহযোগিতা করছিল] এবং আমাদের তিনজনকে [রোহিঙ্গা] মারধর করে। রোহিঙ্গাদের দেশে কেন এনেছ বলে তারা হোস্ট কমিউনিটির লোককে মারধর করে। ... আমার পায়ে দুইবার আঘাত করা হয়েছিল। আমার উরুতে আঘাত করা হয়েছিল। তারা আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল এবং এটি বেদনাদায়ক ছিল। ... মাত্র একজন বিডিআর [বিজিবি] আমাদের চারজনকে মারধর করেছে।

লোকটি সীমান্ত রক্ষীদের বর্ণনাও করেছেন, বলেছেন: "তাদের সবার কাছে বন্দুক রয়েছে এবং তাদের ইউনিফর্মটি ছদ্মবেশী। আমি সেখানে ১৬ বিডিআর [বিজিবি] তাদের ছোট ঘরগুলিতে দেখেছি। কারও কারও হাতে লাঠিও রয়েছে। যাদের লাঠি আছে তাদের বন্দুক নেই। ইউনিফর্মটি বাদামী এবং কালো রঙ এবং ছদ্মবেশী।"

ফর্টিফাই রাইট্স দুই রোহিঙ্গা পুরুষের সাথে কথা বলেছিল যারা মিয়ানমারের সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগ থেকে বাঁচতে যথাক্রমে ২০ এবং ২১, ২০২৪-এ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসেছিল। মিয়ানমারের

থা ইয়েট ওকে গ্রাম থেকে পাড়ি দেওয়া এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে বিজিবি সদস্য তাকে আটকালেন। সে বলেছিল:

> আমি দুইজন বিডিআর [বিজিবি অফিসার] এবং একজন তথ্যদাতাকে দেখেছি যে বিডিআর [বিজিবি]-এর সাথে কাজ করে এমন একজন ব্যক্তির মতো। তারা আমাদের নৌকায় ধরেছে। ... তারা যখন আমাদের বাংলাদেশ সাইডের নদীর দিকের কাছাকাছি আসতে দেখে, তারা খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আমাদের ধরে ফেলে। আমরা চারজন নৌকা থেকে নেমে পার হওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তারা আমাদের ধরে ফেলল।

তিনি বলতে থাকেন: "[বিজিবি] বলেছে, 'আপনারা আপনাদের দেশে ফিরে যান এবং আপনাদের রক্ত ঝরিয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করুন।' তারা বলল, 'বাংলাদেশে পা রেখো না।' তারা বলল, 'যদি আমরা আবার আপনাদেরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে দেখি, আমরা আপনাদের পিঠে চামড়া রাখব না।'

২১শে মার্চ, ২০২৪-এ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক নিয়োগ থেকে বাঁচতে পালিয়ে আসা আরও একজন ২৫ বছর বয়সী রোহিঙ্গা ব্যক্তি ফর্টিফাই রাইট্সকে বলেছেন:

> আমি ভয় পেয়েছিলাম [বিজিবি] আমাকে দেশে ঢুকতে দেবে না। ... তারা আমার ব্যাগ তল্লাশি করে, যাতে মিয়ানমারের কাগজপত্র ছিল। একজন সীমান্তরক্ষী আমাকে চড় মেরেছে। ... [বিজিবি অফিসার] আমার দিকে চিৎকার করছিল। আমি তাকে বুঝতে পারিনি। সে আমাকে থাপ্পড় দিলে আমি কেঁদেফেলি। আমার মুখ বেয়ে অশ্রুজল আসছিল।

লোকটি বলতে থাকে: "আমি বিজিবিকে বলেছিলাম, 'দয়া করে আমাকে এখানে মেরে ফেলুন। আমি মিয়ানমারে ফিরে যেতে চাই না। ... এখানে [বাংলাদেশে] আমার একটি বোন আছে।' আমি ভয় পাচ্ছি যে আমি যদি ফিরে যাই, আমি তাদের নিয়োগ অভিযানে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হব।"

গণতন্ত্রপন্থী বিপ্লবী শক্তির কাছে গণচ্যুতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ক্ষতির মধ্যে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সম্প্রতি মিয়ানমারের নাগরিকদের উপর বাধ্যতামূলক সামরিক "পরিষেবা" চাপিয়ে একটি নিয়োগ "আইন" চালু করেছে। ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী পুরুষ এবং ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়সী মহিলারা যোগ্য নিয়োগপ্রাপ্ত। সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে অস্বীকার করেছে যে রোহিঙ্গা জনগণের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের নাগরিকত্ব বা মিয়ানমারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ অস্বীকার করেছে; তা সত্ত্বেও, তারা নিয়োগের জন্য রোহিঙ্গাদের টার্গেট করছে। এই প্রচারণার আলোকে, জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টার টম অ্যান্ড্রুস রোহিঙ্গাসহ মিয়ানমারে ক্রমবর্ধমান অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে বলেছে যে তারা আর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। সম্প্রতি, ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মিডিয়াকে বলেছিলেন: "আমরা আর কোনো রোহিঙ্গাকে দেশে প্রবেশ করতে দেব না। ... তারা ইতিমধ্যে আমাদের

জন্য বোঝা হয়ে উঠেছে। ... রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাংলাদেশে রাখা আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের আইনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি আন্তঃসীমান্ত অপরাধের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করছে।"

পরে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে, একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে, কক্সবাজারে বাংলাদেশের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমান মিডিয়াকে বলেছিলেন: "আমরা ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত বোঝার মধ্যে পড়ে গেছি। ... বাংলাদেশের জনগণ নিশ্চিতভাবেই এখানে আর কোনো রোহিঙ্গাকে স্বাগত জানাবে না। হোস্ট কমিউনিটির আতিথেয়তা বৈরিতায় পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সদ্য বাস্তুচ্যুত [রোহিঙ্গাদের] জন্য আমাদের তেমন কিছু করার নেই।"

বাংলাদেশ মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশকেও ফেরত পাঠিয়েছে, যারা ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালে রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিল। ফর্টিফাই রাইট্স জনসমক্ষে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সদ্য আগত মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশকে মিয়ানমারে নৃশংসতা অপরাধে সম্ভাব্য জড়িত থাকার জন্য তদন্ত করার জন্য এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) চলমান তদন্তের সাথে সমন্বয় করার আহ্বান জানিয়েছে। ফর্টিফাই রাইট্স বলেছে, (মিয়ানমারের) কোনো সীমান্তরক্ষীকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশের উচিত নয়।

ফর্টিফাই রাইট্স এর আগেও নথিভুক্ত করেছে যে কীভাবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা-যারা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একটি বিশেষ যুদ্ধ ইউনিট—রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাছ থেকে পরিকল্পিতভাবে চাঁদা আদায় করার পাশাপাশি নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতন করে।

যদিও বাংলাদেশ শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কিত ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ কনভেনশনের বা এর ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের একটি পক্ষ নয়, কনভেনশনটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে শরণার্থী সুরক্ষার বিষয়ে প্রামাণিক নির্দেশনা প্রদান করে। কনভেনশনের অধীনে, একজন শরণার্থীকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে নিপীড়নের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ভয়ের কারণে তাদের দেশে ফিরে যেতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। রিফিউজি স্ট্যাটাস এবং এর জন্য পরিচারক সুরক্ষা যে কোনো ব্যক্তির জন্য প্রসারিত হয় যারা একজন শরণার্থীর সংজ্ঞা পূরণ করে।

তদুপরি, বাংলাদেশ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির (CAT) বিরুদ্ধে কনভেনশনের একটি রাষ্ট্রীয় পক্ষ, যা সুস্পষ্টভাবে পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। CAT বলে, "কোনও রাষ্ট্রীয় পক্ষ কোনো ব্যক্তিকে বহিষ্কার করবে না, ফেরত দেবে না ("রিফাউলার") বা অন্য কোনো রাজ্যে হস্তান্তর করবে না যেখানে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন।" প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য নন-ফুলমেন্টের নীতিটি আইনত বাধ্যতামূলক।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে এবং দেশটিতে নির্যাতনের ঝুঁকি এখন অত্যন্ত বেশি। ১৯৬-পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদনে, "কোথাও নিরাপদ নয়," ফর্টিফাই রাইট্স এবং ইয়েল ল স্কুলের শেল সেন্টার নথিভুক্ত করেছে যে কীভাবে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ বন্দীদের ব্যাপক এবং

পদ্ধতিগত নির্যাতনের জন্য দায়ী ছিল, যা মানবতাবিরোধী অপরাধ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থান মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ গঠন করেছে।। অতি সম্প্রতি, ১২ এপ্রিল, ২০২৪-এ, ক্যারেন হিউম্যান রাইট্স গ্রুপ প্রমাণ প্রকাশ করেছে যে সামরিক জান্তা এবং সহযোগী সশস্ত্র দলগুলি ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে পূর্ব (দিকের) মায়ানমারে বেসামরিক নাগরিকদের নির্যাতন করেছে।

প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং নিপীড়নের অন্যান্য হুমকিগুলিও সুপ্রতিষ্ঠিত, ফর্টিফাই রাইট্স বলেছে। যখন মায়ানমার জান্তা ২০২৪ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারীতে AA এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে, তখন ফর্টিফাই রাইট্স বেসামরিক নাগরিকদের উপর জান্তার নির্বিচার আক্রমণ, হত্যা, বেসামরিকদের বাড়িঘর ধ্বংস এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতিকে নথিভুক্ত করে যা যুদ্ধাপরাধের সমান অপরাধ হতে পারে।

এই মাসে, ফর্টিফাই রাইট্স এবং ইয়েল ল স্কুলের অ্যালার্ড কে. লওয়েনস্টাইন ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ক্লিনিক রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা হিসাবে মানসিক ক্ষতির উপর একটি নতুন গবেষণা প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে মানসিক ক্ষতি করা একদল লোককে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করতে পারে, বিশেষ করে রোহিঙ্গা গণহত্যাকে কেন্দ্র করে।

এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী, যাদের মধ্যে অনেকেই ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর গণহত্যার আক্রমণ থেকে পালিয়ে এসেছে, বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উপচে পড়া শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। আনুমানিক ৫০০,০০০ রোহিঙ্গা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রয়ে গেছে এবং গণহত্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধের পাশাপাশি চলাফেরার স্বাধীনতা এবং পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকারের সমান অ্যাক্সেস সহ মৌলিক অধিকারের বিধিনিষেধের মুখোমুখি হচ্ছে।

অ্যামি স্মিথ বলেন, "বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সরকারের উচিত গণহত্যার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর পরিবর্তে তাদের সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা। "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই মায়ানমারের পরিস্থিতিকে আইসিসির প্রসিকিউটরের কাছে রেফার করার জন্য একসাথে কাজ করতে হবে অনেক দেরি হওয়ার আগে এবং মিয়ানমারের জনগণ ন্যায়বিচার পেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে বিলম্ব না করে কাজ করতে হবে।"